সৌদী আরব বিশ্বে ঋণের ক্ষেত্রে কম ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম

সৌদী আরব বিশ্বে ঋণ লেনদেনের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ ধরনের ৭৬ টি দেশের মধ্যে সৌদী আরবের স্থান ১৫। ইন্টারন্যাশনাল রেটিং এজেন্সী কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে।

সৌদী অর্থনীতিবিদদের অভিমত, রাজ্যের এই শক্ত অবস্থান অধিকতর বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে সাহায্য করবে। জনৈক অর্থনীতিবিদ বলেন, বিশ্বে সবচেয়ে স্বল্প ঝুঁকির দেশ হওয়ায় অনেক বিনিয়োগকারী সৌদী আরবে তাদের অর্থ রাখতে আগ্রহী হবে।

সৌদী অ্যারাবিয়ান জেনারেল ইনভেস্টমেন্ট অথোরিটি (সাগিয়া)-এর গভর্ণর আবদুল লতিফ আল-ওসমান বলেন, সৌদী আরবের উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দেশটিকে বিশ্বের ৩টি সবচেয়ে দ্রুত বর্ধমান দেশের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

তিনি আরো বলেন, পরিবহন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সহ গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহে বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সরকার বিপুল অর্থ ব্যয় করছে।

আল-ওসমান সৌদী আরবকে বিনিয়োগের সর্বোত্তম দেশসমূহের অন্যতম বলে উলেখ করে বলেন, কৌশলগত অবস্থান ও বিনিয়োগের ভালো পরিবেশের দরুণ সৌদী আরব এ অঞ্চলের সর্ববৃহৎ মার্কেট।

ভয়েশ সিক্যুইরিটিজ সৌদী অ্যারাবিয়া-এর সিইও জামাল আল-কিশি বলেন, সৌদী আরবে বিপুল অর্থের প্রবাহ বিদ্যমান। সৌদী মার্কেটে সৌদী রিয়ালের দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ইস্যু নিয়ে সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হচ্ছে।

১৬ বছর বয়সে দক্ষিণ মেরুতে ব্রিটিশ কিশোর!

দুর্গম দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছাল মাত্র ১৬ বছর বয়সী ব্রিটিশ কিশোর লুইস ক্লার্ক। সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছানোর নতুন রেকর্ড গড়ল সে।

ব্রিস্টল শহরের বাসিন্দা লুইস মাইনাস ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ঘন্টায় সর্বোচ্চ ১২০ কিলোমিটার গতির বাতাসের মধ্যে ৪৮ দিন কাটিয়েছে। নিজের ১৬তম জন্মদিন উদ্যাপনের দুই সপ্তাহের মাথায় গত ২ ডিসেম্বর অ্যান্টার্কটিকা উপকূল থেকে যাত্রা শুরু করে সে। প্রতিদিন গড়ে আট ঘণ্টার বেশি করে ভ্রমণ করে লুইস। সঙ্গে ছিলেন মেরুতে ভ্রমণে অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক কার্ল আলভি। ৭০২ মাইলের কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে গত শনিবার গ্রিনিচ মান সময় সন্ধ্যা ছয়টায় আমুন্ডসেন-স্কট দক্ষিণ মেরু স্টেশনে পৌঁছায় এ সাহসী কিশোর। আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে সে এখন গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্যপ্রমাণ হাজির করবে।

দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছানোর পর লুইস বলে, 'আমি সত্যিই খুশি। এটা ভেবে স্বস্তি পাচ্ছি যে গত ৪৮ দিনের মধ্যে কাল প্রথমবারের মতো আমাকে তুষার ও হিমশীতল বাতাস উপেক্ষা করে স্লেজ গাড়িতে চাপার জন্য ঘুম থেকে জাগতে হবে না। আজকের দিনটা সত্যিই কষ্টকর ছিল। আমি যতই মেরুর কাছাকাছি হচ্ছিলাম, ততই গতি কমে আসছিল। পায়ে আর কুলাচ্ছিল না। তবে এখন আমি পৌঁছে গেছি।'

যুক্তরাজ্যের ব্রিস্টলের কুইন এলিজাবেথ হসপিটাল স্কুলের শিক্ষার্থী লুইস ক্লার্কের এই মেরু ভ্রমণ গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি পেলে তা কানাডার সারা ম্যাকনাইর ল্যান্ডির রেকর্ডটি ভাঙবে। ল্যান্ডি ১৮ বছর বয়সে ২০০৫ সালে একই উপকূল থেকে রওনা হয়ে দক্ষিণ মেরুর ওই স্টেশনে পৌঁছে রেকর্ড গড়েছিলেন। বিবিসি।

ব্রিটিশ কারাগারে বেড়েছে আত্মহত্যা ও খুন

ব্রিটিশ কারাগারগুলোয় বিগত কয়েক বছরে খুনের হার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। দেশটির বিচার মন্ত্রণালয়ের সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। গার্ডিয়ান।

২০১৩ সালে ব্রিটেনের কারাগারে চারজন খুন হয়। ১৯৯৮ সালের পর থেকে এটা ছিল সর্বোচ্চ। একইসাথে ৭০টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। ২০০৮ সালের পর এটি সর্বোচ্চ। বিগত বছরে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের কারাগারে মোট ১৯৯টি মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।

পুরুষ কয়েদিদের আত্মহত্যার প্রবণতা তুলনামূলক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নারী কয়েদিদের এ প্রবণতা কমেছে।

ব্রিটেনের কারাগার সংস্কারক সংস্থা প্রিজন রিফর্ম ট্রাস্ট জানিয়েছে, মানসিক সমস্যাগ্রস্ত কয়েদিদের মধ্যেই আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, গত বছর কারাদন্ড দেয়ার আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ২৬ ভাগ নারী ও ১৬ ভাগ পুরুষের মধ্যে মানসিক রোগের লক্ষণ পাওয়া গেছে। একইসাথে দেখা গেছে, ৬২ ভাগ পুরুষ ও ৫২ ভাগ নারী কারাবরণের পর মানসিক ব্যাধিতে ভুগছেন।

এ ছাড়া হত্যাকান্ডের শিকার কয়েদিরা সহকারাবাসীদের আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। কারা-অভ্যন্তরে হত্যাকারীদের একাধিক জনকে ইতোমধ্যে বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছে।

লাখো দর্শনার্থীর ভিড়ে মুখরিত দুবাইয়ের বিশ্বখ্যাত 'গ্লোবাল ভিলেজ'

দুবাইয়ের 'গ্লোবাল ভিলেজ' এ বিভিন্ন দেশের স্টল ও প্যাভিলিয়নগুলো বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থীর উপস্থিতিতে এখন মুখরিত। বিশ্বের এই সর্ববৃহৎ পর্যটন, অবকাশ ও বিনোদন প্রকল্প প্রতি বছর ৬০ লাখেরও বেশী পর্যটক ও দর্শনার্থীকে আকর্ষণ করে থাকে। গোটা বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক শিল্পকর্ম, খাদ্য সামগ্রী ও বিনোদনের একস্থানে সমাহার হচ্ছে এই গ্লোবাল ভিলেজ। 'দুবাই শপিং ফেস্টিভ্যাল' শুরুর পর এই 'গ্লোবাল ভিলেজ' অধিকতর চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। গোবাল ভিলেজে যে সব দেশের স্টল ও প্যাভিলিয়ন রয়েছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সৌদী আরব। সৌদী আরবে এক হাজারেরও বেশী জাতের সুস্বাদু খেজুর পাওয়া যায়। সৌদী প্যাভিলিয়নে এর অনেকগুলো পাওয়া যাচ্ছে। স্টল মালিকরা দর্শনার্থীদের কাছে দেশটির সবচেয়ে চমৎকার খেজুর, সুগন্ধী ও কফির নমুনা প্রদর্শন করছেন। খেজুরের মধ্যে 'আজওয়া' জাতের খেজুরটি সবচেয়ে জনপ্রিয় ও দামী। অঞ্চলের ভিত্তিতে সৌদী খেজুর দুইভাগে বিভক্ত-মদীনা ও কাসিম। খেজুর ছাড়াও সৌদী স্টলগুলোতে অলংকার, মূল্যবান পাথর এবং মাস্ক ও আউদের মতো দেশীয় সুগন্ধী। পবিত্র জমজমের পানিও পাওয়া যাচ্ছে এখানে। এগুলো ছাড়া সৌদী প্যাভিলিয়নে আবহা ও তায়েফের ১৫ ধরনের মধু সহ বিভিন্ন ধনের মধু বিক্রির জন্য রয়েছে একটি মধুর স্টল।

সৌদী প্যাভিলিয়নে রয়েছে মূল্যবান খচিত অলংকার, মুক্তা, মসলা, শুকনো ফল ও বাদাম। মশলার সুবাসে মৌ মৌ করছে এর ভেতর। দোহা থেকে সপরিবারে গোবাল ভিলেজে আগত আবদুল রহমান এইচ.আর বলেন, আমি ইয়েমেনী পর্বতমালার উচ্চ মানের মধু ক্রয় করেছি। 'সিদর' গাছের মধু খুঁজছিলাম, যা অনেক রোগে কার্যকর। আমি এটা ইয়েমেনী স্টলে পেয়েছি।

বিক্রেতারা পূর্ণ প্রাকৃতিক তেল খুঁজে পেতে ক্রেতাদের সহায়তা করেন। ৮০ জাতের তেলের মধ্য থেকে সবচেয়ে পছন্দের তেল খুঁজে বের করতে তারা ক্রেতাদের সাহায্য করেন। এই তেল চুল, ত্বক ও হজমের সমস্যা দূর করে।

বাহরাইনের স্টলে রয়েছে মশলার বড়ো সংগ্রহ। এসব মশলার মধ্যে 'ফালফেল বা চিংড়ির মশলা প্রসিদ্ধ। এছাড়া বাহরাইনী প্যাভেলিয়নে একটি 'রেসিডেন্ট স্প্রে গান আর্টিস্ট' রয়েছে –যা জীবন্ত পোর্ট্রেট বা প্রতিকৃতি অংকন করে। প্যাভিলিয়ন স্টেজের ঠিক কাছেই এর অবস্থান। ওমানী প্যাভিলিয়নের বেশ কয়েকটি স্টলে পাওয়া যাচ্ছে প্রচলিত 'আসা' নামক ইয়োলাহ বেতের ছড়ি ও 'মাজজার' নামক প্রচলিত পাগড়ী। এছাড়া রয়েছে 'খঞ্জর' নামক ওমানের ঐতিহ্যবাহী ছোরা। এছাড়া এখানে পাওয়া যাচ্ছে ওমানী হালুয়া (মস্কট কা হালুয়া)-যা কফি বা চা পানের আগে পরিবেশন করা হয়। সংযুক্ত আরব আমিরাতের নাগরিক ফাতিমা খালফান বলেন, 'প্রতি বছর আমি এখানে কয়েকবার আসি শুধু মূল ওমানী হালুয়ার স্বাদ আস্বাদন ও ক্রয় করার জন্য। এটা আমার প্রিয়।'

দুবাইয়ের 'গোবাল ভিলেজ'-এ কুয়েতের প্যাভিলিয়নটি বেশ বড়ো এর স্টলসমূহে প্রদর্শিত হচ্ছে সর্বাধুনিক আরবী ফ্যাশন সামগ্রী প্যাভিলিয়ন জুড়ে উচ্চ মানের 'আবায়া' সহ নানা ধরনের পোশাক শোভা পাচ্ছে। এছাড়া এখানে পাওয়া যাচ্ছে চমৎকার সব অলংকার। কুয়েতী প্যাভিলিয়নের আঙ্গিনায় সমুদ্র এর উপকূলবর্তী দেশটির প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক আবহ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে।

কাতারের অত্যাধুনিক স্টলসমূহে পাওয়া যাচ্ছে অলংকার, সুগন্ধী, ডিজাইনার আবায়া, সুগন্ধী তেল ও সুগন্ধী দ্রব্য। এর প্যাভিলিয়নে 'ফিফা বিশ্বকাপ-২০২২'-এর আয়োজক হিসেবে এটাকে উপস্থাপনের প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্যাভিলিয়নে দেশটির ঐতিহ্য ও প্রাচীন স্থাপত্য তুলে ধরা হয়েছে, যা দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করবে। এর স্টলসমূহে রয়েছে খেজুর, সুগন্ধী, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত তেল ও সুগন্ধী এবং আমিরাতী পোশাক-যা দেশটির সংস্কৃতি ফুটিয়ে তুলেছে। এছাড়া জনপ্রিয় আমিরাতি খাবারও পাওয়া যাচ্ছে এখানে।

পিরামিড স্থাপত্য শৈলীতে তৈরী মিশরীয় প্যাভিলিয়নে বিভিন্ন ধরনের স্যুভেনির, আধুনিক সরঞ্জাম ও পোশাক পাওয়া যাচ্ছে। এর স্টলসমূহে রাণী নেফারতিতি ও গিজার পিরামিডের ক্ষুদ্রাকৃতির প্রতিকৃতি ও অন্যান্য শিল্পকর্ম পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া পাওয়া যাচ্ছে বিশ্বখ্যাত মিশরী সূতির সামগ্রী, এগুলো ছাড়াও গোবাল ভিলেজে রয়েছে থাই, পাকিস্তানী ও ভারতীয় প্যাভিলিয়ন। থাই ফুড কোর্ড হচ্ছে গোবাল ভিলেজের অন্যতম আকর্ষণ। এখানে গোটো কিং, ব্রেড ও সংগকারা ছাড়াও রয়েছে হালকা খাবারের দোকান 'থাই স্ন্যাক', 'পাপা জুনিয়র থাইল্যান্ড' ও 'ওয়াফল্ শপ।

গোবাল ভিলেজে ১৩০টি পাকিস্তানী স্টল রয়েছে। পাকিস্তানী স্টলগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে 'খুসা' নামক প্রচলিত জুতো, চমৎকার ডিজাইনের কাঠের আসবাবপত্র, বিভিন্ন জাতের টেক্সটাইল সামগ্রী ও আসল চামড়ার জ্যাকেট। লেবানন থেকে আগত আলীম তাইয়ারা নামক দর্শনার্থী বলেন, এখানে অনেক আসল জ্যাকেট পাওয়া যাচ্ছে, যা আমার ও আমার পরিবারের প্রিয়।' এগুলোর মানও উন্নত। আমি এর বেশ কয়েকটি কিনেছি। দর্শনার্থীদের আনন্দ দিতে পকিস্তানী প্যাভিলিয়নে বাজছে উক্ত সংগীত। দর্শনার্থীদের আনন্দ দিতে বাঁশি বাজান লাহোরের বিখ্যাত বংশী বাদক শিল্পী মোহাম্মদ শাহবাজ ভারতীয় স্টলগুলোতে বিক্রি ও প্রদর্শিত হচ্ছে নানা গৃহস্থালী সামগ্রী, কুশন, বালিশ, বেড কভার ইত্যাদি। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আনা উন্নত মানের বিভিন্ন সামগ্রী এখানে পাওয়া যাচ্ছে। এসব ছাড়া গোবাল ভিলেজে চীনের একচাকার সাইকেল চালক, ব্রিটিশ রোমাঞ্চকর ভান্দের স্কাই হুইল-এর কলাকুশলী, কেরালার ড্রাম বাদক ও কানাডার 'স্ট্রিট পারফর্মার' সহ নানা সাংস্কৃতিক সংস্থা ও সংস্কৃতিক পরিবেশক দর্শনার্থীদের আনন্দ দিয়ে থাকেন।

ফরাসি প্রেসিডেন্টের বিয়ে বিচ্ছেদ

বান্ধবী ভ্যালেরি ত্রিয়েরউইলারের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘোষণা করে দিলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওঁলাদ। অনেকদিন ধরেই গুঞ্জন ছিল কোনও এক অভিনেত্রীর প্রেমে পড়েছেন ফরাসী প্রেসিডেন্ট।

দু'সপ্তাহ আগে এক ফরাসি ম্যাগাজিনে খবরও বেরিয়েছিল সেই অভিনেত্রীর নাম জুলি গেইত। তিনি আবার সোসালিস্ট পার্টির সমর্থকও বটে।

২০০৬ সাল থেকে ভ্যালেরি ত্রিয়েরউইলারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ওঁলাদের। ২০১২ নির্বাচনের প্রচারেও দুজনকে দেখা গিয়েছিল পাশাপাশি।

শোনা যাচ্ছে বিচ্ছেদের খবরে ভেঙে পড়েছেন ফ্রান্সের প্রাক্তন ফার্স্ট লেডি। গত আটদিন ধরে ভর্তি ছিলেন হাসপাতালে। বিচ্ছেদের ঘোষণার পর ফরাসি প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ ছেড়ে বেড়িয়ে গেছেন তিনি। টুইটে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের সবাইকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন।

ওঁলাদ-ভ্যালেরি ত্রিয়োভেইলারের চারটি সন্তান রয়েছে। অন্যদিকে গেইত টেলিভিশন ও সিনেমায় অভিনয় করেন। তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী। ৫০টিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন গেইত।

ভারতে নৌকা ডুবে ২১ পর্যটকের মৃত্যু

ভারতের আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কাছে নৌকা ডুবে কমপক্ষে ২১ জন পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। ভারতীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রবিবার বিকালে এ নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে। ৪৫ জন যাত্রীবাহী ওই নৌকার ২৬ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে ও একজন নিখোঁজ রয়েছেন। পর্যটকদের বেশিরভাগ মুম্বাই এবং তামিলনাড়ু থেকে এসেছেন। নৌকাটি রোস দ্বীপ ছেড়ে নর্থ বে'র দিকে যাচ্ছিল। খবর এনডিটিভির।

নৌকাটির সর্বোচ্চ যাত্রী বহনের ক্ষমতা ২৫ জন থাকলেও দুর্ঘটনার সময় এটিতে যাত্রী ছিল ৪৫ জন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার পরপরই তারা অনেককে উদ্ধার করেছেন। তাদের কয়েকজনকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। এ ঘটনায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এদিকে রাত হয়ে যাওয়ায় পুরোদমে উদ্ধার কার্যক্রম চালানো যায়নি। সোমবার আবার উদ্ধার প্রক্রিয়া চলবে। এছাড়া যে যাত্রীরা নিহত হয়েছেন, তাদের আত্মীয়-স্বজনদের জন্যে একটি হেল্প লাইন খোলা হয়েছে।